দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ... 02 APR 2008 ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

গোলটেবিল বৈঠকে বক্তারা

াকায় শিক্ষা ব্যবস্থা চরম সংকটের সম্মুখীন

॥ ইত্তেফাক রিপোর্ট ॥

দৈনিক ইত্তেফাকের 'এই নগরী' বিভাগ ও বিএসবি গ্লোবাল নেটওয়ার্কের উদ্যোগে মঙ্গলবার শানের অভিজাত রেস্টুরেন্ট স্টেক হাউজে আয়োজিত 'ঢাকা মহানগরীতে শিক্ষার পরিবেশ' শীর্ষক লটেবিল বৈঠকে বক্তারা বলেন, ঢাকা শহরে শিক্ষা ব্যবস্থা চরম সঙ্কটের মুখোমুখি। শিক্ষার বেশ, শিক্ষাদানের মান এবং দ্বিমুখী শিক্ষা ব্যবস্থা শিক্ষার্থীদের গণ্ডিবদ্ধ মানুষে পরিণত করে ছে। স্কুলগুলোতে খেলার পরিবেশ নেই, যাতায়াতের অব্যবস্থা, শহর জুড়ে অবিন্যস্ত ও রিকল্পিতভাবে স্কুল গড়ে ওঠায় শিক্ষার্থীদের মেধায় পূর্ণ বিকাশ (১৫শ পৃঃ ৬-এর কঃ দ্রঃ)

ঢাকায় শিক্ষা ব্যবস্থা

(১৬শ পৃঃ পর)

ঘটছে না। এই অচলাবস্থা দূর করতে বক্তারা শিক্ষা ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজানোর লক্ষ্যে সরকারের প্রতি দীর্ঘ মেয়াদে পরিকল্পনা গ্রহণের সুপারিশ করেন। তা না হলে এই সঙ্কট দিন দিন বাড়বে আর জাতি আধুনিক, মুক্তমনের ভবিষ্যৎ নাগরিক গড়ে তুলতে ব্যর্থ হবে।

এই গোলটেবিল বৈঠকে অংশগ্রহণ করেন দেশের বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, সাহিত্যিক, মিডিয়া ব্যক্তিত্ব ও শিল্পী। তারা প্রত্যেকেই ঢাকা মহানগরীতে শিক্ষার পরিবেশ উন্নয়নে নানামুখী প্রস্তাব রাখেন। বৈঠকের শুরুতেই স্বাগত বক্তব্য রাখেন বিএসবি ফাউন্ডেশন ও ক্যামব্রিয়ান কলেজের চেয়ারম্যান এম কে বাশার। তিনি বলেন, ধানমন্ডির সাতমসজিদ রোডে ২১টির বেশি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে উঠেছে। আর বনানিতে ১৭টি। অপরিকল্পিত শিক্ষা ব্যবস্থার এটি শুধুমাত্র একটি দিক। এরকম বহু সমস্যা রয়েছে যার দিক নির্দেশনা আলোচনার মাধ্যমে উঠে এলে আমরা সরকারকে সমস্যা নিরসনে প্রস্তাব দিতে পারবো। এতে সভাপতিত্ব করেন দৈনিক ইত্তেফাকের এই নগরী বিভাগের বিভাগীয় সম্পাদক মাহাবুবুল হাসান নীরু। বৈঠকের সঞ্চালক ছিলেন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ড. করুণাময় গোস্বামী। এ গোলটেবিল বৈঠকের প্রধান অতিথি বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ড. এ এম এম শফিউল্লাহ বলেন, ঢাকা শহরের শিক্ষার পরিবেশ সন্তোষজনক নয়। তিনি প্রস্তাব করেন স্কুলগুলোর জন্য একটি অবকাঠামোগত মডেল তৈরি করে তা সারাদেশে গড়ে তুলতে হবে। সেই সঙ্গে স্কুলগুলোতে পাঠাগার, বিজ্ঞানাগার, খেলার সরঞ্জাম গড়ে তুলতে সরকারের ফান্ড বাড়াতে হবে।

এ বিষয়ে বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের নগর ও অঞ্চল পরিকল্পনা বিভাগের বিভাগীয় প্রধান ড. রোখসানা হাফিজ বলেন, প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষার্থীরা বাবা-মায়ের সঙ্গে আসে তাই এই স্কুলগুলোর বিন্যাস এমনভাবে করতে হবে যাতে তারা হেঁটে স্কুলে যাওয়া আসা করতে পারে। এছাড়া প্রতিটি ক্যাম্পাসে পঠন পদ্ধতি পরিবর্তন জরুরি। শিক্ষার্থীরা যেন তাদের ভয় না পায়। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের সদস্য অধ্যাপক তাজুল ইসলাম বলেন, মানুষের অনুপাতে ঢাকায় স্কুলের সংখ্যা কমছে। ফলে শিক্ষার্থীর চাপে শিক্ষার মান কমে যাচ্ছে। এ অবস্থা কাটাতে শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও সিটি কর্পোরেশন সম্মিলিতভাবে উদ্যোগ নিতে হবে। সেই সঙ্গে তিনি ঢাকার বাইরে ১০/১২টি জোনে বিশ্ববিদ্যালয়কে ছড়িয়ে দেয়ার প্রস্তাব করেন। উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের সাবেক চেয়ারম্যান অধ্যাপক ময়েজউদ্দিন আহমেদ বলেন, প্রতি ১০ হাজার মানুষের বিপরীতে ১টি প্রাইমারী স্কুল, ৭৫ হাজার মানুষের বিপরীতে ১টি কলেজ থাকবার কথা- সেটা রাজধানীতে নেই। প্রয়োজনীয় কাঠামো যেসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে জরুরি সেখানে শিক্ষকদের বেতনেই বরাদ্দের টাকা শেষ হয়ে যায়। এর ফলে অন্যান্য খাতের উন্নতি হয় না। এগুলো কাটিয়ে উঠবার ব্যবস্থা সরকারকেই নিতে হবে।

কথাশিল্পী ইমদাদুল হক মিলন বলেন, স্বাধীনতার পর যে পরিকল্পনা নিয়ে একটি দেশের গড়ে উঠবার কথা কোন বিষয়েই সেই অগ্রগতি ঘটেনি। শিক্ষার ক্ষেত্রেও তাই। সেই অধঃপতনের গতি প্রতিদিনই বাড়ছে। উপস্থাপক আবদুন নূর তুষার বলেন, দেশে আর কোন বই বদল না হলেও ইতিহাসের বই বদল হতে থাকে। এই পরিস্থিতিতে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন প্রথমে ঠিক করেছিল একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য ৫ একর জমি লাগবে। পরে তা ১ একর নির্ধারণ হয়। আর এখন তো দেখা যায়, ৫ কাঠায় ২০ তলা বিল্ডিংয়ের কয়েকটি ফ্লোর নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালিত হচ্ছে। তিনি বলেন, সবকিছুতে আপোষ করছি। যা আমাদের ভবিষ্যৎ প্রতিনিধিদের বিকাশকে ক্ষতিগ্রস্ত করছে।

কণ্ঠশিল্পী মেহরীন বলেন, স্কুলগুলোতে এমন কারিকুলাম ও ব্যবস্থাপনা দরকার যাতে আমার সন্তানকে বিনা দ্বিধায় বাংলা মাধ্যমে ভর্তি করাতে পারি। ক্লাস ওয়ানে যে ভর্তিযুদ্ধ হয় এটা ভীতিকর।

এ বৈঠকে আরো বক্তব্য রাখেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূগোল ও পরিবেশ বিভাগের চেয়ারম্যান ড. এ কিউ এম মাহবুব, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইন্টারন্যাশনাল বিজনেস বিভাগের চেয়ারম্যান খন্দকার বজলুল হক, ইবাইস ইউনিভার্সিটির উপাচার্য ড. জাকারিয়া লিংকন, ইউনিভার্সিটি অব এশিয়া প্যাসিফিকের স্থাপত্য বিভাগের চেয়ারম্যান ড. আজ সাঈদ, অতীশ দীপঙ্কর বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার ড. কবীর হোসেন তালুকদার, পরিবেশ বাঁচা ও আন্দোলনের চেয়ারম্যান আবু নাসের খান, ঢাকা ইম্পেরিয়াল কলেজের অধ্যাপক মাহফুজুল হক শাহীন ও গ্রীন ইউনিভার্সিটির ভাইস চেয়ারম্যান ড. মকবুল আহমেদ।